চিত্রালয়-এর

দুইবাড়ী

বিষ্ণু সরকার ও অনিল দত্ত
প্রযোজিত

দুই বাড়ী

চিত্রালয়
নিবেদিত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসীম পাল**

কাহিনী ও সংলাপ : **শৈলেশ দে**

গীত রচনা ও অতিরিক্ত সংলাপ : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

সঙ্গীত পরিচালনা : **কালিপদ সেন** * প্রধান সম্পাদক : **অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী**
চিত্রগ্রহণ : কানাই দে ও মণীষ দাশগুপ্ত * শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার
সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী * শব্দগ্রহণ : সুনীল ঘোষ * বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ :
অবনী চ্যাটার্জী * পুনঃ শব্দ-সংযোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ * পটশিল্পী : রামচন্দ্র
সিন্ধে * রূপসজ্জা : ৬গোষ্ঠ দাস ও মনতোষ রায় * সাজসজ্জা : কানাই দাস
কারুশিল্পী : নারায়ণ মিস্ত্রী * আলোকসম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্তী
প্রধান কর্মসচিব : সুখেন চক্রবর্তী * ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার * প্রধান
সহকারী পরিচালক : মহেন্দ্র চক্রবর্তী * স্থিরচিত্র : ক্যাপ্‌স্ ফটোগ্রাফী *
পরিচয়পত্র-লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত * চিত্র-পরিস্ফুটন : আর. বি. মেহ্‌তার
তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গৃহীত। প্রচার-অঙ্কন : এস স্কোয়ার
প্রচার-সচিব : নিতাই দত্ত * প্রচার-উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জী** ও **সন্ধ্যা মুখার্জী**

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : কান্তি মুখার্জী, তাপস বসু ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : নীতা সেন ॥ চিত্রগ্রহণে : মধু ভট্টাচার্য ॥ শব্দগ্রহণে : ধীরেন কুণ্ডু চৌধুরী ॥ শিল্পনির্দেশনায় : অনিল পাইন ব্যবস্থাপনায় : রাম সরকার ॥ আলোকসম্পাতে : নব, হট, ধনেশ্বর ॥ রূপসজ্জায় : বরেন, ভীম ॥ কারুশিল্পে : কেবল মিস্ত্রী, আক্কেল মিস্ত্রী ॥ দৃশ্যপট নির্মাণে : গৌরাঙ্গ, নিশামণি, গৌরী, নব, রক্ষ, ঢোলগোবিন্দ, বৃন্দাবন ॥ ব্যুমম্যান : হরেকৃষ্ণ ॥ ক্যামেরা-মজদুর : বৃন্দাবন

॥ রূপায়ণে ॥

পাহাড়ী সান্যাল * জহর গাঙ্গুলী * অনিল চ্যাটার্জী * অনুপকুমার * ভানু ব্যানার্জী * জহর রায় * জীবেন বসু * তুলসী চক্রবর্তী * নৃপতি চ্যাটার্জী * তন্দ্রা বর্মণ * রেণুকা রায় * গীতা দে * মিতা চ্যাটার্জী

মণি শ্রীমাণী, শৈলেন মুখার্জী, বলীন সোম, সাধন সেনগুপ্ত, সুশীল দাশ, শিবু দত্ত, মধু বসু, ভানু চ্যাটার্জী, অন্নদা ভট্টশালী, নীলিমা, অমিতা, সুদীপ্তা ও শ্রীমান দেবাশীষ

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সর্বশ্রী রঞ্জিত গাঙ্গুলী ॥ বিশু দত্ত ॥ কে. কে. মুখার্জী (টাকী) ॥ মঙ্গলাচরণ চক্রবর্তী (মধ্যমগ্রাম) ॥ প্রসাদ সিংহ (উল্টোরথ) ॥ গিরীন্দ্র সিংহ (উল্টোরথ) ॥ রবি বসু (সিনেমা জগৎ) ॥ শ্রী এন, সি, এ, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ ॥ ছায়াচিত্র পরিষদ প্রাঃ লিঃ ॥

পরিবেশনা : **ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিঃ ॥ আলোকচিত্রম্ রিলিজ**

গল্পাংশ

পাশাপাশি দুই বাড়ি। তিন পুরুষ যাবৎ তারা পাশাপাশি থেকেছে। হেসেছে, কেঁদেছে। ঝগড়া করে মামলা করেছে। আবার ভালবেসে বুকে জড়িয়েও ধরেছে। এমনি করে সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় তিন পুরুষ কাটিয়েছে পাশাপাশি। আজও এ-বাড়ির কর্তা জ্যোতিষ শিরোমণি পণ্ডিত মহাদেব ভট্টাচার্য এবং ও-বাড়ির কর্তা ধন্বন্তরী কবিরাজ কালিদাস চক্রবর্তী ঠিক উর্ধ্বতন দুই পুরুষের মত কথায় কথায় ঝগড়া করে, আবার কখন কোন্ মুহূর্তে যে তারা গলাগলি করে একের গড়গড়ার নলে অন্যে টান দেয়—তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না তো পাড়ার লোক কোন্ ছার। তবে এ পুরুষে সবটাই বোধ হয় একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নইলে ছ মাসের মধ্যে একে অন্যের নামে ছাপান্নটা মামলাই বা রুজু করবে কেন, আর কোর্ট থেকে ফেরবার সময় অমন গলাগলি ভাব করেই বা ফিরবে কেন?

তবে এই দু-বাড়ির মধ্যে যোগসূত্রের আরও একটা মস্ত কারণ আছে। তা হলো এ-বাড়ির বড় মেয়ে আর ও-বাড়ির বড় ছেলে। এ-বাড়ির মেয়ে দীপালি ও-বাড়ির কর্তা কালিদাস কবরেজের চোখের মণি। কবরেজ বলেন : 'মা-মণির এক-একখানা গানের দাম লাখ টাকা।' পক্ষান্তরে ও-বাড়ির বড় ছেলে শঙ্কর এ-বাড়ির কর্তা মহাদেব পণ্ডিতের প্রাণাধিক প্রিয়।

শঙ্কর এ-বছর এম-বি

ফাইনাল দেবে। মহাদেব পণ্ডিত বলেন : 'শঙ্কর-বাবাজী কি একটা যা-তা ডাক্তার হবে ভেবেছ ! একবার পাশটা করে বসতে পারলে চৌষট্টি টাকা ভিজিট। তোমাকেও তাই দিতে হবে কবরেজ। একটি পয়সাও কমে হবে না—তা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি।'

আর ওরা দুজন? শঙ্কর আর দীপালি। ওদের মনের আকাশে তখন অনেক স্বপ্নের রামধনু। অনেক পাখির কাকলি-কূজন।

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বেশিদিন রইল না। এল ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন। ঘটনার চক্রান্তে মহাদেব পণ্ডিত এবং কালিদাস কবরেজ দুজনেই দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত উভয়ের পরামর্শদাতা রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল ভৈরব আচার্য আর নীলমণি উকিল। অবশেষে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হল। দেখা গেল উভয়ের পরামর্শদাতাই উভয়কে ভরাডুবি ডুবিয়েছে।

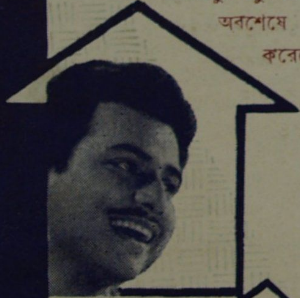

অবশেষে এলো সেই দিনটি। শঙ্কর পাশ করেছে। আনন্দে আত্মহারা মহাদেব পণ্ডিত। রীতিমত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে ফেললেন। খেতে বসেন একপাশে শঙ্কর আর একপাশে কালিদাস কবরেজকে নিয়ে। বড় মাছের মুড়োটা তুলে দেন কবরেজের পাতে। কালিদাস সেটি রেখে যেতে

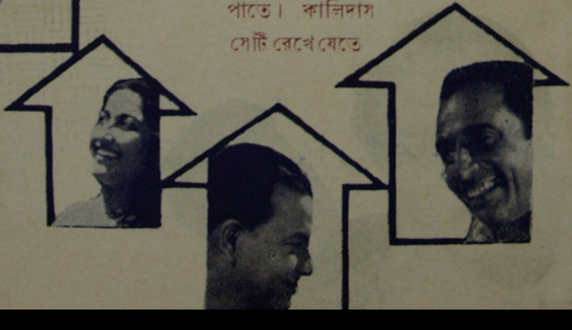

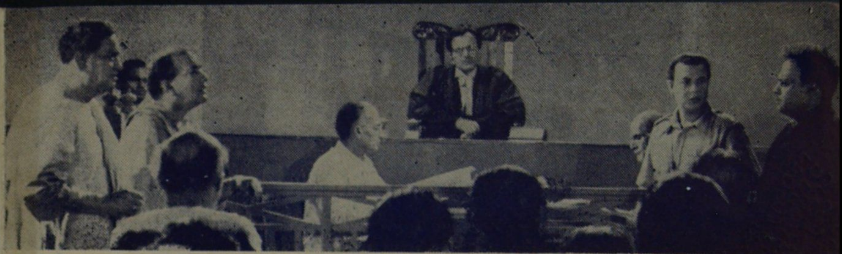

চান তাঁর মা-মণির জন্যে। মেজাজ বিগড়ে যায় পণ্ডিতের। চীৎকার করে ওঠেন : 'পরের মেয়ের জন্যে তোমার এত দরদ কেন হে?'

পরের মেয়ে! মা-মণি পরের মেয়ে! চাবুক-খাওয়া মানুষের মত চমকে ওঠেন কবরেজ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে যান অর্ধভুক্ত অবস্থায়। এতবড় আঘাতের পর উভয় কর্তার মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অপমানের তাড়নায় মহাদেব পণ্ডিত উভয় বাড়ির মাঝখানে একটা উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়ে উভয় বাড়ির যাওয়া-আসার পথটুকুও বন্ধ করে দিলেন। এবং কবরেজকে ধার দেওয়া সাড়ে চার হাজার টাকার জন্যে নালিশ করলেন কোর্টে। মামলায় ডিক্রিও পেলেন মহাদেব পণ্ডিত। শুনলেন কবরেজ বাড়ি বিক্রি করবার ব্যবস্থা করছে। বাড়ি বিক্রি করে তাঁর দেনার টাকা মিটিয়ে ওরা এখান থেকে উঠে চলে যাবে।

চলে যাবে! কবরেজ চলে যাবে! শঙ্কর বাবাজী চলে যাবে! আর দেখা হবে না! তবে মহাদেব পণ্ডিত বাঁচবেন কি নিয়ে? কাকে নিয়ে? না না, তা হতে পারে না।

কিন্তু ঐ উঁচু পাঁচিলটা! ওটাকে পেরিয়ে কেমন করে তিনি শঙ্কর-বাবাজীকে বুকে টেনে নেবেন? কেমন করে কবরেজকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন? ওটা যে একটা পর্বতপ্রমাণ বাধা!

সঙ্গীতাংশ

(১)

ও পাখি তুমি বল
কোন দূর বনে তুমি ছিলে
কেন আমার নীড়ে ঠাঁই নিলে ॥
এই যে নূতন বেলায়
তোমার গানের খেলায়
আমার ছন্দের তাল গেল হারিয়ে
প্রাণে সুরের আগুন জ্বেলে দিলে।
সেই তো ছিল ভালো
ছিলে তুমি দূর বনে
এ কি তোমার খেলা
কেন দিলে এত সুর মনে।
আমায় কেন দোলাও
এ কোন মায়ায় ভোলাও
মোর সব কথা সব সুর যেন
ওগো তোমার কূজনে গেছে মিলে।

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখার্জী

(২)

বেশ তো না হয় যাবেই যদি
যাও গো চলে যাও।
আমার গানের বেলায়
আমার প্রাণের মেলায়
(কেন) শ্রাবণ মেঘের ছায়ায় ভরে দাও।
তুমি বলবে কি গো কিছু
তাই চাও কি ফিরে পিছু
যেতে যেতে তাই কি তুমি
ফিরে ফিরে চাও।
তোমার উতল আঁচল দোলে
মাতাল হাওয়ায়
স্বপ্ন যেন এলো
তোমার সলাজ চোখের চাওয়ায়।
তুমি একটু কাছে এসে
আজ বলবে আমায় হেসে
এবার তুমি নূতন করে
আমায় জেনে নাও ॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখার্জী

(৩)

ঐ দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি
স্বপ্ন যেন ছড়িয়ে যায়
মৈতালীতে চৈতালী দিন ফুরিয়ে যায়।
একটু নেশা একটু খুশির
ছন্দে হৃদয় ভরিয়ে দেয়
মৈতালীতে চৈতালী দিন ফুরিয়ে যায়
সীমা ছাড়িয়ে আজ
যাবো হারিয়ে
এখনো হায় বোঝনি কি
তুমি আমার কে
সেই কথাটি না হয়
আমার মনেই থাক ॥
মোরা দুজনে মেতে রবো কূজনে
ভাসাবো আজ প্রাণের খেয়া
নতুন জোয়ারে
কোথায় যে আজ
হারিয়ে যাওয়ার এলো ডাক ॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখার্জী

(৪)

আজ তোমার বাঁশীতে প্রভু
নেই কেন সুর
যমুনার তীরে শ্রীমতীর পায়
বাজে না তো আর সেই নূপুর ॥
কোথা সে গোকুল কোথা বৃন্দাবন
আঁধারে ভরেছে আজ মানুষের মন
কেন হল এমন।
হে প্রেমের ঠাকুর
প্রেমেরি মন্ত্রে
এই গ্লানি কর দূর ॥
তোমার মূরতি প্রভু
ভেঙেছে কি আজ
শূন্য যে দেখি দেবালয়
যে হৃদয়ে ছিল তোমারি আসন
আজ সে তো পাপে ভরে রয় ॥
ভুলেছে মানুষ ভুলেছে তোমায়
জয় কর তারে তুমি তোমারি ক্ষমায়
প্রভু তোমারি ক্ষমায়।
হে করুণানিধান তোমারি লীলায়
ভুবনেরে কর গো মধুর ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখার্জী

(৫)

একি তবে শুধু খেলা
বালুচরে যেন নাম লিখে লিখে
ঢেউ দিয়ে মুছে ফেলা।
শুধু স্মৃতি দিয়ে সেতু বেঁধে
ফুরাবে কি দিন কেঁদে কেঁদে
মরম বীণার ছেঁড়া তারগুলি
দেবে কি গো অবহেলা ॥
এতো নয় ফুল
এ যেন কাঁটার জ্বালা
ভাঙা বাসরের প্রান্তে লুটায়
লুটায় ছিন্নমালা
এই অকূল অন্ধকারে
কেন দীপ জ্বালা বারে বারে
হায় গো নিয়তি
কেন ভেঙে দিলে
এমন সুখের মেলা ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখার্জী

(৬)

সীমাহীন পথে
কে জানে হায় কবে
কোথায় যে এই চলা
হবে গো শেষ হবে।
সমুখের পথে অকূল অন্ধকার
ক্লান্ত চরণ যেন
চলিতে পারে না আর।
হারানো ঠিকানা হায়
মিছেই খোঁজা তবে।
ছিল দুটি তরী
একই কূলে হায়
আজ ভুল বুঝে অভিমানে
তারা দুটি দিকে ভেসে যায়।
বিরহের এ পথ দুটি
কভু কি এসে
মিলনেরই বাঁকে
মিশবে না শেষে
মিছে আশাতে মন আর
কত ভুলে রবে ॥

শিল্পী : হেমন্ত মুখার্জী
[এ গানটির সুরকার : অমল মুখার্জী]

সমাপ্তির পথে

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

মহাতীর্থ কালীঘাট

[আংশিক গেভাকলারে রঞ্জিত]

৫১ পীঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানের সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ !

কাহিনী সংকলন : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

প্রযোজনা : ভুপেন সরকার ● পরিচালনা : ভুপেন রায়

প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ● সঙ্গীত : রথীন ঘোষ

শ্রেষ্ঠাংশে : অসিতবরণ, শিপ্রা মিত্র, শম্পা চক্রবর্তী, বাণী গাঙ্গুলী, অমরেশ দাশ, রবীন মজুমদার, নীতীশ মুখার্জী, মিহির ভট্টাচার্য, অজিত ব্যানার্জী, ঠাকুরদাস মিত্র, উত্তর ব্যানার্জী, অমর মল্লিক, কৃষ্ণা বসু এবং নবাগত শঙ্করনারায়ণ।

পরিবেশনা : ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিঃ

প্রস্তুতির পথে

এভারগ্রীন প্রোডাকসন্সের

প্রোডাকসন নং ১

: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

তপন সিংহ

: সঙ্গীত :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রম্ প্রাঃ লিঃ রিলিজ

পরিবেশনা : ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিঃ

প্রচার সচিব শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

মুদ্রণে : মুদ্রণশ্রী, ১৬৮সি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা—৪

প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন